দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

21

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি

চলতি ১৯৮৮-র ডিগ্রী পরীক্ষার প্রথমদিনে তোলারাম কলেজ কেন্দ্রের বাংলা পরীক্ষায় সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনা আমার মত অনেকেরই এখন জানা গতানুগতিক ঘটনা একজন নিরপেক্ষ এবং শান্তিকামী ব্যক্তি হিসেবে নিঃসন্দেহে এমন অপ্রীতিকর ঘটনার নিন্দা এবং সুষ্ঠু সমাধানও আমার মত অনেকের কাম্য। আমি ১৯৮৫ সালে পিরোজপুর সরকারী কলেজ থেকে বি, এ (পাস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে একই বাংলা পরীক্ষায় একই রকম অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম আরও অনেকের সাথে। যে কোন মূল্যে এর একটি সুসমাধানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি উপস্থিত হয়ে সংবাদ পত্রের মাধ্যমে এমনকি বিটিভির তৎকালীন আইন আদালত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দু'বছর গড়িমসি করেও তার কোন সুসমাধান দেয়নি, অথচ যে সমাধান তারা সব পরীক্ষা শেষে বাংলা পরীক্ষাটির পুনঃ পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই করতে পারতো। দু'চারজন নকলবাজ উচ্ছৃংখল হাঙ্গামাকারীর জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরীহ পরীক্ষার্থীদের জীবনে অশান্তির কালমেঘ ঘনিয়ে আসবে এমনটি কোন সচেতন ব্যক্তির প্রত্যাশা নয়। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সমগ্র দেশের শান্তিকামী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে একান্ত অনুরোধ নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনকে আর হতাশার দিকে ঠেলে না দিয়ে তোলারাম কলেজ কেন্দ্রের অপ্রীতিকর ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের মতামত সাপেক্ষে এর একটি সুসমাধান অনতিবিলম্বে করা হোক।

আসলাম খান,
খানলজ,
পিরোজপুর-৮৫০০।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সমস্যামুক্ত করুন

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের অন্তর্গত আমজাদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বর্তমানে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন। সদাশয় সরকারের আর্থিক সাহায্যে গত অর্থ বছরে স্কুল গৃহটি পুনঃ সংস্কার করা হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খাবার পানি ও পায়খানা-প্রস্রাব খানার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

বর্তমানে মাত্র দু'জন শিক্ষক স্কুলের শিক্ষাক্রম চালিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। সর্বমোট ছয়জন শিক্ষকের মধ্যে দু'বছর পূর্বে দু'জন শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করা হলেও শূন্য পদ পূরণ করা হয় নাই। প্রায় এক বছর যাবৎ একজন শিক্ষককে প্রশিক্ষণের জন্য অন্যত্র থাকতে হচ্ছে।

অত্র স্কুলের হেডমাষ্টার স্কুলে শিক্ষকের অভাব পূরণ করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট বার বার ধর্ণা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। যেখানে দু'জন শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাক্রম চালানো হতো সেখানে মাত্র দু'জন শিক্ষকদ্বারা শিক্ষাসূচী চালানো মোটেও যে সম্ভব নয় এ সাধারণ কথাটা কর্তৃপক্ষ বুঝতে চাচ্ছেন না কেন তা স্থানীয় অভিভাবকগণ বুঝতে পারেন না।

অতএব, সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এলাকার অভিভাবকবৃন্দের পক্ষ হতে আবেদন, বিষয়টি সরজমিনে তদন্তের মাধ্যমে স্কুলের সমস্যাবলী দূর করে সরকার ঘোষিত নীতি বাস্তবায়ন করা হোক।

খুরশীদ আলম চৌধুরী মানিক,
গ্রাম ও পোঃ আলিনগর,
উপজেলাঃ মীরসরাই, জেলা চট্টগ্রাম।